দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JAN 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

041

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল: অধ্যাপকের পদ খালি ছাত্রীদের সিটের অভাব

। সুমন মোদক।

দেশের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ নানাবিধ সমস্যায় ভুগছে।

লাইব্রেরীতে বইয়ের সংকট, শিক্ষকের স্বল্পতা, পরীক্ষাগারে কেমিক্যালস-এর অভাব, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা, ক্লাসরুমের অভাব, হোস্টেলে সিট সংকট, অপরিকল্পিত সিট বন্টন নীতি প্রভৃতি কারণে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষার পরিবেশ পদে পদে বিঘ্নিত হচ্ছে।

পরীক্ষাগারে কেমিক্যালস ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক পরীক্ষার কাজ করতে পারছে না। লাইব্রেরীতে বইয়ের

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রীদের সিটের অভাব

(৮-এর পঃ পর)

পক ও একজন সহকারী অধ্যাপক, সার্জারী বিভাগে একজন অধ্যাপক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে একজন অধ্যাপক ও একজন সহকারী অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপক, এনাটমী বিভাগে একজন অধ্যাপক ও একজন সহযোগী অধ্যাপক, ফিজিওলজী বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপক, ফার্মাকোলজী বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক পদ।

হাসপাতালের চক্ষু এবং নাক, কান ও গলা বিভাগে দীর্ঘদিন ধরে খালি রয়েছে আবাসিক সার্জন ও রেজিস্ট্রারের পদ। ১৯৮৪ সালে মিটফোর্ড হাসপাতালে একটি রেডিও থেরাপিস্ট, একটি বায়ো-কেমিস্ট ও একটি গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্টের পদ সৃষ্টি করা হলেও এখন পর্যন্ত এই পদ সমূহে কোন লোক নিয়োগ করা হয়নি। প্রায় দু বছর ধরে রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগে একজন টেকনিসিয়ানের পদ খালি রয়েছে। বর্তমানে মাত্র দু জন টেকনিসিয়ান দিনরাত কাজ করছেন। কিন্তু অতিরিক্ত সময় কাজ করেও তারা কোন অতিরিক্ত পারিশ্রমিক পাচেছন না। তাছাড়াও ২টি রেডিওগ্রাফার, দন্ত টেকনিসিয়ান, প্যাথলজী টেকনিসিয়ান সহ বেশ কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারীর পদ খালি রয়েছে বলে জানা গেছে। এদিকে অনুসন্ধান বিভাগ দিনরাত ২৪ ঘন্টা খোলা থাকার নিয়ম থাকলেও প্রায় দিনই বিকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুসন্ধান বিভাগে কোন লোক থাকে না।

শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটছে এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগে অন্যান্য শিক্ষকদের উপর চাপ বাড়ছে।

বর্তমানে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাতশ', তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৮০ জন। ২৮০ জন ছাত্রীর জন্য হোস্টেল রয়েছে একটি—যার সিট সংখ্যা ১১৫। সিট সমস্যা হেতু প্রায় রুমেই ছাত্রীরা ডাবলিং করে থাকে। গেস্ট রুম ও কমন রুমও ছাত্রীদের দখলে। গেস্ট রুমের অভাবে ছাত্রীদের অভিভাবকরা এসে রোদে-বৃষ্টিতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

গত ২রা এপ্রিল ৬০ জন ছাত্রী হাসপাতালের দুটি পেয়িং ওয়ার্ড বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে দখল করে নেয়। তারপর ১লা অক্টোবর অধ্যক্ষ কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়ে পেয়িং ওয়ার্ড থেকে ছাত্রীদের নামিয়ে দেন। ছাত্রীরা সেই থেকে ছাত্রীহলের ডাইনিং হলে আশ্রয় নেয়। ছাত্রীদের জন্য শীঘ্রই বিকল্প ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়া হলেও এখনো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

ছাত্রাবাসটির দুরবস্থা

ছাত্রদের জন্য ২০ নং কোতোয়ালীতে অবস্থিত ছাত্রাবাসটি বেশ কিছুদিন আগে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক বসবাসের অনুপযুক্ত ঘোষণার পরও সেখানে ছাত্ররা থাকছে। আবাসিক ছাত্ররা জানিয়েছে, অন্য কোথাও সিট না পেয়ে তারা এখনও সেখানে অবস্থান করছে।

কলেজে কোন অডিটরিয়াম নেই। খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত অপ্রতুল। যাও আছে তা রক্ষণাবেক্ষণ তথা তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হয়ে যাচেছ। খেলার একটি মাঠ রয়েছে যা এখন বহিরাগতদের দখলে।

সাত মাসে ক্লাস হয়নি ১০৭ দিন

গত মে হতে নবেম্বর পর্যন্ত সাত মাসে মোট ১০৭ দিন ক্লাস হয়নি। ছাত্র কল্যাণ পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি ছাত্র সংগঠনের দুটি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে অধ্যক্ষ কলেজ ৬৪ দিন বন্ধ রাখেন। ছাত্র-ছাত্রীদের আন্দোলনের কারণে ২৩ দিন ক্লাস হয়নি। গত নবেম্বরে বিভিন্ন কারণে কলেজে ২০ দিন ক্লাস হয়নি। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।